ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

سورة النور (সূরা আন নূর)

প্রশ্ন: ২৭ | আয়াত নং ১ - ৩:

سورة انزلنها وفرضنها وانزلنا فيها ايت بينت لعلكم تذكرون - الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة - ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين - الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك - وحرم ذلك على المؤمنين -

প্রশ্ন: ২৮ | আয়াত নং ৪ - ৫:

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا - واولئك هم الفسقون - الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا - فان الله غفور رحيم -

প্রশ্ন: ২৯ | আয়াত নং ৬ - ১০:

والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهدت بالله - انه لمن الصدقين - والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكذبين - ويدرؤا عنها العذاب ان تشهد اربع شهدت بالله - انه لمن الكذبين - والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصدقين - ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم -

প্রশ্ন: ৩০ | আয়াত নং ১১ - ১৪:

ان الذين جاءو بالافك عصبة منكم - لا تحسبوه شرا لكم - بل هو خير لكم - لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم - والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم - لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنت بانفسهم خيرا - وقالوا هذا افك مبين - لولا جاءو عليه باربعة شهداء - فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكذبون - ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والاخرة لمسكم فى ما افضتم فيه عذاب عظيم -

প্রশ্ন: ৩১ | আয়াত নং ২৩ - ২৬:

ان الذين يرمون المحصنت الغفلت المؤمنت لعنوا فى الدنيا والاخرة - ولهم عذاب عظيم - يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون - يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين - الخبيثت للخبيثين والخبيثون للخبيثت - والطيبت للطيبين والطيبون للطيبت - اولئك مبرءون مما يقولون - لهم مغفرة ورزق كريم -

প্রশ্ন: ৩২ | আয়াত নং ২৭ - ২৯:

يايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها - ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون - فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم - وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم - والله بما تعملون عليم - ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم - والله يعلم ما تبدون وما تكتمون -

প্রশ্ন: ৩৩ | আয়াত নং ৩০ - ৩১:

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم - ذلك ازكى لهم - ان الله خبير بما يصنعون - وقل للمؤمنت يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن - ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى اخوتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التبعين غير اولى الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورت النساء - ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن - وتوبوا الى الله جميعا ايه المؤمنون لعلكم تفلحون -

প্রশ্ন: ৩৪ | আয়াত নং ৩৫:

الله نور السموت والارض - مثل نوره كمشكوة فيها مصباح - المصباح فى زجاجة - الزجاجة كانها كوكب درى يوقد من شجرة مبركة زيتونة لا شرقية ولا غربية - يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار - نور على نور - يهدى الله لنوره من يشاء - ويضرب الله الامثال للناس - والله بكل شىء عليم -

প্রশ্ন: ৩৫ | আয়াত নং ৬২ - ৬৪:

انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه - ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله - فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله - ان الله غفور رحيم - لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا - قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا - فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم - الا ان لله ما فى السموت والارض - قد يعلم ما انتم عليه - ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا - والله بكل شىء عليم –

প্রশ্ন-২৭ | আয়াত নং ১ - ৩
(سورة انزلنها وفرضنها ...থেকে ... وحرم ذلك على المؤمنين পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

সূরা আন নূর পবিত্র মদিনায় অবতীর্ণ একটি মাদানী সূরা। এই সূরায় পারিবারিক ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার কঠোর বিধানাবলি নাযিল করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে ব্যভিচারের শাস্তি এবং ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর বিবাহের বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

২. অনুবাদ:

এটি একটি সূরা, যা আমি নাযিল করেছি এবং তা ফরজ (আবশ্যক পালনীয়) করেছি। এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ—তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর দ্বীন (বিধান) কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে স্পর্শ না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। আর তাদের শাস্তির সময় যেন মুমিনদের একটি দল উপস্থিত থাকে। ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে বিবাহ করে এবং ব্যভিচারিণী নারীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষ বিবাহ করে। আর মুমিনদের ওপর এটা (ব্যভিচার) হারাম করা হয়েছে।

৩. তাফসীর (তাফসীরে ইবনে কাসিরের আলোকে):

- **সূরার গুরুত্ব:** আল্লাহ তায়ালা এই সূরার শুরুতেই 'ফারাদনাহা' (আমি তা ফরজ করেছি) বলে এর বিধানগুলোর গুরুত্ব অত্যধিক বাড়িয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই সূরার হুকুমগুলো ঐচ্ছিক নয়, বরং আবশ্যিক।

- **জিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি:** অবিবাহিত নারী-পুরুষ জিনা করলে তাদের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত। আর যদি বিবাহিত (মুহসান) হয়, তবে হাদিস অনুযায়ী তাদের শাস্তি 'রজম' বা পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড। আয়াতে দয়া দেখাতে নিষেধ করা হয়েছে কারণ অপরাধের শাস্তি কার্যকর না হলে সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে।

- **বিবাহের বিধান:** এই আয়াতটি মূলত ব্যভিচারীদের চারিত্রিক কদর্যতা প্রকাশ করে। অর্থাৎ, একজন পবিত্র ঈমানদার নারী বা পুরুষ জেনেশুনে

কোনো দুশ্চরিত্র ব্যভিচারীকে বিবাহ করতে পারে না। তাদের রুচি কেবল তাদের মতোই অপবিত্র কারো সাথে মিলবে।

৪. সারসংক্ষেপ:

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় অশ্লীলতার কোনো স্থান নেই। ব্যভিচারের শাস্তি জনসম্মুখে কার্যকর করতে হবে যাতে অন্যরা শিক্ষা পায়। সচ্চরিত্র মুমিনদের উচিত দুশ্চরিত্র পাত্র-পাত্রী পরিহার করা।

প্রশ্ন-২৮ | আয়াত নং ৪ - ৫

(والذين يرمون المحصنت... থেকে فان الله غفور رحيم... পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

কারো চরিত্রে কালিমা লেপন করা বা মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ইসলামে জঘন্য অপরাধ। এই অপরাধকে শরিয়তের পরিভাষায় ‘কাজফ’ (Qazf) বলা হয়। এই আয়াতগুলোতে মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি ও তওবার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না; তারাই তো ফাসিক (সত্যত্যাগী)। তবে যারা এরপর তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, (তাদের কথা ভিন্ন)। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩. তাফসীর:

- **কাজফের শাস্তি:** কোনো নারীর (বা পুরুষের) বিরুদ্ধে জিনার অভিযোগ তুললে অভিযোগকারীকে অবশ্যই চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হাজির করতে হবে। যদি সে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে তিনটি শাস্তি পেতে হবে: ১. ৮০টি বেত্রাঘাত (শারীরিক শাস্তি), ২. তার সাক্ষ্য ভবিষ্যতে আর কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না (নাগরিক অধিকার হরণ), ৩. সে ফাসিক বা পাপিষ্ঠ হিসেবে গণ্য হবে (ধর্মীয় মর্যাদা হানি)।

- **তওবার সুযোগ:** যদি সে খাঁটি দিলে তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, তবে আল্লাহ তাকে পরকালের শাস্তি থেকে মাফ করবেন এবং আলেমদের মতে, তার সাক্ষ্যও পুনরায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে (ইমাম শাফেয়ীর মতে)।

৪. সারসংক্ষেপ:

মানুষের মান-সম্মান রক্ষা করা ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। প্রমাণ ছাড়া কারো চরিত্রে দাগ লাগানো কবিরা গুনাহ এবং এর জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

প্রশ্ন-২৯ | আয়াত নং ৬ - ১০
(والذين يرمون ازواجهم... থেকে ... وان الله تواب حكيم পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

স্বামী যদি স্ত্রীর ব্যভিচার স্বচক্ষে দেখে কিন্তু তার কাছে চারজন সাক্ষী না থাকে, তবে সে কী করবে? এই জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহ তায়ালা 'লিআন' (Li'an)-এর বিধান নাযিল করেছেন।

২. অনুবাদ:

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হবে—আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলা যে, সে অবশ্যই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর লানত (অভিশাপ) বর্ষিত হোক। আর স্ত্রীর শাস্তি (রজম) রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। এবং পঞ্চমবার বলবে যে, তার স্বামী যদি সত্যবাদী হয় তবে নিজের (স্ত্রীর) ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসুক। যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ যদি তওবা কবুলকারী ও প্রজ্ঞাময় না হতেন (তবে তোমাদের ধ্বংস করে দিতেন)।

৩. তাফসীর:

- **লিআনের পদ্ধতি:** স্বামী ও স্ত্রী কাজীর সামনে চারবার কসম খেয়ে নিজেদের সত্যতা দাবি করবে এবং পঞ্চমবার নিজেদের ওপর লানত বা গজব প্রার্থনা করবে।

- **ফলাফল:** লিআন সম্পন্ন হলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যাবে। স্ত্রী শাস্তি থেকে রেহাই পাবে, কিন্তু পরকালে মিথ্যাবাদীর জন্য আল্লাহর কঠিন গজব অপেক্ষা করবে। এটি পারিবারিক সম্মান রক্ষার একটি অলৌকিক আইনি ব্যবস্থা।

৪. সারসংক্ষেপ:

সাক্ষীবিহীন অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অপবাদের বিচারিক ফয়সালা হলো 'লিআন'। এতে দুনিয়ার শাস্তি মওকুফ হলেও আখেরাতের ফয়সালা আল্লাহর হাতে ন্যস্ত থাকে।

প্রশ্ন-৩০ | আয়াত নং ১১ - ১৪
(ان الذين جاءو بالافك ...থেকে ...عذاب عظيم পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

এই আয়াতগুলো ঐতিহাসিক 'ইফক' (Ifk) বা উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ওপর মুনাফিকদের দেওয়া মিথ্যা অপবাদের ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এতে অপবাদ রটনাকারীদের নিন্দা এবং সরলপ্রাণ মুমিনদের সতর্ক করা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

নিশ্চয়ই যারা এই মিথ্যা অপবাদ (ইফক) রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য ততটুকু পাপ (শাস্তি) রয়েছে, যতটুকু সে অর্জন করেছে। আর তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা—যখন তোমরা তা শুনেছিলে—নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করোনি এবং বলোনি যে, "এটা তো সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ?" কেন তারা এর সপক্ষে চারজন সাক্ষী

উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সুতরাং আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখেরাতে যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে, তার জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি স্পর্শ করত।

৩. তাফসীর:

- **ইফকের ঘটনা:** মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই হযরত আয়েশা (রা.)-এর শানে জঘন্য অপবাদ রটিয়েছিল। কিছু সরলমনা মুসলমানও তাতে কান দিয়েছিলেন।
- **মুমিনদের দায়িত্ব:** আল্লাহ মুমিনদের শাসন করছেন যে, কেন তারা এই খবর শোনা মাত্রই প্রতিবাদ করেনি? কেন তারা ভাবেনি যে, নবীর স্ত্রী কখনো এমন হতে পারেন না? কারো বিরুদ্ধে প্রমাণ ছাড়া কুৎসা রটানো বা তা বিশ্বাস করাও অপরাধ।
- **কল্যাণকর দিক:** বাহ্যত এটি খারাপ মনে হলেও এর মাধ্যমে মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য স্পষ্ট হয়েছে এবং উম্মুল মুমিনিনের পবিত্রতা স্বয়ং আল্লাহ আসমান থেকে ঘোষণা করেছেন।

৪. সারসংক্ষেপ:

শোনা কথায় কান দেওয়া এবং যাচাই ছাড়া কুৎসা রটানো মুমিনের কাজ নয়। মুমিনদের ব্যাপারে সর্বদা সুধারণা পোষণ করতে হবে এবং প্রমাণবিহীন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

প্রশ্ন-৩১ | আয়াত নং ২৩ - ২৬
(ان الذين يرمون المحصنت ...থেকে ... مغفرة ورزق كريم পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

ইফকের ঘটনার জের ধরেই এই আয়াতগুলোতে সচ্চরিত্রা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ দানকারীদের অভিশপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং চারিত্রিক পবিত্রতার ভিত্তিতে মানুষের জোড়া নির্ধারণের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

নিশ্চয়ই যারা সচ্চরিত্রা, সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। যেদিন তাদের জিহ্বা, হাত ও পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সেদিন আল্লাহ তাদের প্রকৃত প্রাপ্য শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে যে, আল্লাহই সত্য, সুস্পষ্ট প্রকাশকারী। দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য। আর সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকেরা যা বলে, তারা (সচ্চরিত্ররা) তা থেকে পবিত্র। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।

৩. তাফসীর:

- **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য:** দুনিয়াতে মিথ্যা বলে পার পাওয়া গেলেও কেয়ামতের দিন মানুষের হাত, পা ও জিহ্বা কথা বলে পাপের সাক্ষ্য দেবে।

- **তৈয়্যিবিন ও খাবিসিন:** আল্লাহ একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দিয়েছেন— খারাপ নারী-পুরুষ একে অপরের এবং ভালো নারী-পুরুষ একে অপরের উপযুক্ত। যেহেতু মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, তাই তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রা.)-ও অবশ্যই পবিত্রা ও সচ্চরিত্রা। মুনাফিকদের অপবাদ এই চিরন্তন সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে না।

৪. সারসংক্ষেপ:

সতী-সাধ্বী নারীর সম্মানহানি করা লানতযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ পবিত্র মানুষকে পবিত্র সঙ্গীর সাথেই মেলান। নবীর পরিবার সকল কলুষতা থেকে মুক্ত।

প্রশ্ন-৩২ | আয়াত নং ২৭ - ২৯
(يايها الذين امنوا... থেকে ... وما تكتمون পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

ইসলাম অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা এবং শিষ্টাচারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। এই আয়াতগুলোতে অন্যের ঘরে প্রবেশের অনুমতি (Isti'dhan) ও সালামের আদব সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

২. অনুবাদঃ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারো গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নাও এবং গৃহবাসীদের সালাম দাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও, তবে তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়। আর যদি তোমাদের বলা হয় 'ফিরে যাও', তবে ফিরে যাবে; এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। যে গৃহে কেউ বাস করে না, কিন্তু সেখানে তোমাদের কোনো সামগ্রী (স্বার্থ/ভোগ্যপণ্য) আছে, তাতে প্রবেশ করলে তোমাদের কোনো পাপ নেই। তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো, আল্লাহ তা জানেন।

৩. তাফসীরঃ

- **ইস্তিজান বা অনুমতিঃ** অন্যের ঘরে হুট করে ঢুকে পড়া নিষিদ্ধ। প্রবেশের আগে অনুমতি নেওয়া এবং সালাম দেওয়া ওয়াজিব। এটি মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) রক্ষা করে।
- **ফিরে যাওয়াঃ** যদি গৃহকর্তা ব্যস্ত থাকেন বা দেখা করতে না চান, তবে রাগ না করে ফিরে আসাই মুমিনের সৌন্দর্য।
- **বাসগৃহহীন ঘরঃ** দোকানপাট, সরাইখানা বা গুদামের মতো জায়গায় প্রবেশের জন্য প্রতিবার অনুমতির প্রয়োজন নেই, কারণ এগুলো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

৪. সারসংক্ষেপঃ

সামাজিক জীবনে শিষ্টাচার ও গোপনীয়তা রক্ষা অপরিহার্য। অনুমতি ছাড়া কারো ব্যক্তিগত স্থানে প্রবেশ করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন-৩৩ | আয়াত নং ৩০ - ৩১
(قل للمؤمنين يغضوا ...থেকে ...لعلكم تفلحون পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

পর্দা ইসলামের সমাজব্যবস্থার রক্ষাকবচ। এই আয়াতগুলোকে 'আয়াতুল হিজাব' বলা হয়। এতে প্রথমে পুরুষদের এবং পরে নারীদের দৃষ্টি সংযত রাখা ও লজ্জা স্থান হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং মাহরাম পুরুষদের তালিকা দেওয়া হয়েছে।

২. অনুবাদ:

মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং তাদের যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তারা যেন তাদের ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে—তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা, আপন নারীগণ, মালিকানাভুক্ত দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ সেবক অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ শিশু ছাড়া। তারা যেন এমনভাবে সজোরে পদচারণা না করে যাতে তাদের গোপন অলঙ্কার জানা হয়ে যায়। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে এসো (তওবা করো), যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

৩. তাফসীর:

- **গাদ্বদে বাশার:** চোখের জিনা থেকে বাঁচার জন্য দৃষ্টি নত রাখা বা সরিয়ে নেওয়া। এটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ।
- **হিজাব ও সৌন্দর্য:** নারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন পরপুরুষের সামনে নিজেদের রূপ-লাবণ্য ও অলঙ্কার প্রকাশ না করে। চাদর বা ওড়না দিয়ে মাথা ও বুক ঢেকে রাখে।
- **মাহরাম:** যাদের সাথে দেখা দেওয়া জায়েজ, তাদের তালিকা এখানে দেওয়া হয়েছে (যেমন—বাবা, ভাই, ছেলে ইত্যাদি)।

- **তওবা:** মানুষ হিসেবে ভুল হতে পারে, তাই আল্লাহ সবাইকে তওবার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

৪. সারসংক্ষেপ:

চোখের পবিত্রতা ও পর্দার বিধান পালন করা ঈমানের দাবি। বেপর্দা চলাফেরা সমাজে ফিতনা ছড়ায়। মাহরাম ছাড়া অন্য পুরুষের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ হারাম।

প্রশ্ন-৩৪ | আয়াত নং ৩৫
(الله نور السموت... থেকে ...والله بكل شيء عليم পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

এই আয়াতটি কুরআনের অন্যতম গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত, যা 'আয়াতুন নূর' নামে পরিচিত। এখানে আল্লাহ তায়ালা নিজের সত্তাকে নূরের বা আলোর এক চমৎকার উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

২. অনুবাদ:

আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর (জ্যোতি)। তাঁর নূরের উপমা যেন একটি দীপাধার (তাক), যাতে আছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের চিমনির মধ্যে স্থাপিত। চিমনিটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রদীপটি বরকতময় জয়তুন গাছের তেল দ্বারা প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বদিকেরও নয়, পশ্চিমদিকেরও নয়। তার তেল যেন আলো দেয়, যদিও তাতে আগুন স্পর্শ না করে। নূরের ওপর নূর। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর নূরের দিকে পথ দেখান। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমাসমূহ পেশ করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

৩. তাফসীর (তাফসীরে ইবনে কাসির ও অন্যান্য):

- **আল্লাহর নূর:** আল্লাহ আসমান-জমিনের হেদায়েতের আলো এবং পরিচালক।
- **উপমার ব্যাখ্যা:**
    - *মিশকাত (দীপাধার):* মুমিনের বক্ষ বা সিনা।

- *মিসবাহ (প্রদীপ):* ঈমান ও কুরআনের আলো।
- *জুজাজাহ (কাঁচ):* মুমিনের স্বচ্ছ ও নির্মল অন্তর।
- *জয়তুন তেল:* ওহী বা দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান, যা কোনো নির্দিষ্ট দিক বা মতবাদের সংকীর্ণতা মুক্ত (লা শারকিয়া ওয়া লা গারবিয়া)।

- **নূরুন আলা নূর:** ফিতরাতের (স্বভাবজাত) আলোর সাথে যখন ওহীর আলো মিলিত হয়, তখন তা পরিপূর্ণ আলোয় পরিণত হয়। মুমিনের অন্তরে আল্লাহর হেদায়েত এভাবেই কাজ করে।

৪. সারসংক্ষেপ:

আল্লাহই হেদায়েতের উৎস। মুমিনের স্বচ্ছ অন্তরে যখন কুরআনের আলো প্রবেশ করে, তখন তা সত্যের এক উজ্জ্বল বাতিঘরে পরিণত হয়।

প্রশ্ন-৩৫ | আয়াত নং ৬২ - ৬৪
(انما المؤمنون الذين ... থেকে ... والله بكل شيء عليم পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

সূরার শেষাংশে সামাজিক ও সামষ্টিক কাজে নেতার (রাসূল সা.) অনুমতি নেওয়ার গুরুত্ব এবং তাঁর হুকুম অমান্য করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং যখন তারা তাঁর (রাসূলের) সাথে কোনো সমষ্টিগত কাজে থাকে, তখন তাঁর অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। নিশ্চয়ই যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে। সুতরাং তারা যখন তাদের কোনো কাজের জন্য আপনার অনুমতি চায়, তখন আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মতো গণ্য করো না। তোমাদের মধ্যে যারা চুপিচুপি সরে পড়ে, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন সতর্ক হয় যে,

তাদের ওপর ফিতনা (পরীক্ষা/বিপদ) আপতিত হবে অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসবে। জেনে রেখো! আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তা আল্লাহরই। তোমরা যে অবস্থায় আছো তা তিনি জানেন। এবং যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যানীত হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা যা আমল করেছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

৩. তাফসীরঃ

- **জামায়াতবদ্ধ জীবনঃ** জিহাদ বা জুমার মতো সামষ্টিক কাজে আমিরের অনুমতি ছাড়া স্থান ত্যাগ করা মুনাফিকের লক্ষণ। ঈমানদাররা প্রয়োজনে অনুমতি নেয়।

- **রাসূলের মর্যাদাঃ** নবীজি (সা.)-কে ডাকার সময় সাধারণ মানুষের মতো নাম ধরে বা উচ্চস্বরে ডাকা বেয়াদবি। তাঁর আদেশ মানা ফরজ।

- **বিরুদ্ধাচরণের শাস্তিঃ** রাসূলের সুন্নাত বা আদেশের বিরোধিতা করলে দুনিয়াতে 'ফিতনা' (ঈমান হারা হওয়া বা বিপর্যয়) এবং আখেরাতে কঠিন আজাব ভোগ করতে হবে।

৪. সারসংক্ষেপঃ

ইসলামী সংগঠনে নেতার আনুগত্য এবং অনুমতি সাপেক্ষে কাজ করা অপরিহার্য। রাসূল (সা.)-এর শান ও মানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণই মুক্তির একমাত্র উপায়।